গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১০ মে - ১৬ মে ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com চার পাতা মূল্য ঃ ১ টাকা

সিপিএম নেতৃত্বের আত্মসমীক্ষা করা দরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৬ মে নিম্নের প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

অবশেষে ভোটের শেষ লগ্নে সিপিএম নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্মীদের উদ্দেশে আর্জি জানিয়ে বলেছেন, 'গরম কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নয়'। এ রাজ্যের জনগণ অবশ্য ভোটের প্রথম পর্ব থেকেই প্রত্যক্ষ করেছে, সিপিএম নেতা-কর্মীদের একটা বড় অংশ নিজেদের বা ফ্রন্টের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন ও ভোট দিয়েছেন। দলের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণও ঘটেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি নেতাদের নির্দেশেই ঘটল, নাকি ঊর্ধ্ব নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করেই হল। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে দীর্ঘদিন বামপন্থার কথা প্রচার করে এবং টানা ৩৪ বছর সরকারে থেকে শাসন করার পরেও দলের এই হাল হল কেন, আশা করি সিপিএম নেতারা আত্মসমীক্ষা করবেন।

টানা দু'মাস স্কুলছুটির সরকারি ঘোষণা সর্বনাশা

ঘূর্ণিঝড় ফণী ও গরমের অজুহাতে আচমকা সরকারি স্কুলগুলিতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে দু'মাস গরমের ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এই সিদ্ধান্তে সিলেবাস কীভাবে শেষ হবে তা ভেবে অভিভাবক ও শিক্ষকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বিপাকে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

এমনিতে স্কুলে পাশ-ফেল চালু করা নিয়ে টালবাহানা করে সরকার পড়াশোনার মান একেবারে শোচনীয় করে তুলেছে। তার উপর এই সিদ্ধান্তে পড়াশোনা প্রায় শিকেয় তোলার ব্যবস্থা হল। বাস্তবে এ কোনও তুঘলকি সিদ্ধান্ত নয়, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন করে দিয়ে বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবসার রমরমা ঘটানোর এ এক পরিকল্পিত কৌশল। তা না হলে, যেখানে সরকার নানা দিকে কোটি কোটি টাকা অপচয় করে, সেখানে সব ঋতুতে স্কুল চালানোর পরিকাঠামো নেই কেন? স্কুলগুলিতে কেন নেই প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচালয়? বহু স্কুলে গরমে পাখা চলে না কেন? রাজ্যের বহু জায়গায় সরকার নতুন স্কুল না গড়ে পুরনোগুলিকেও কম ছাত্রের অজুহাতে বন্ধ করে দিচ্ছে। এইভাবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করে 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতি নিয়ে চলছে সরকার। এরা কি আদৌ গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দিতে চায়?

দু'মাস ছুটির এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও। ৪ মে এক বিবৃতিতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের এই পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ৬ মে কলকাতায় বিকাশ ভবনের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। (ছবি চারের পাতায়)

এভাবেও ভোটে লড়া যায়! বিস্মিত মানুষের প্রশ্ন

'স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নেই। নেই কোনও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। শুধু দলের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে লোকসভায় প্রার্থী।' অবাক হয়ে গেছেন সাংবাদিক। তমলুকের মধুসূদন বেরা, পুরুলিয়ার রঙ্গলাল কুমার, বীরভূমের আয়েষা খাতুনের মতো আরও অনেকের পরিচয় পেয়ে তাঁর বিস্ময় বাঁধ মানে না। লিখেছেন, 'আর্থিক অনটন যাঁদের নিত্যসঙ্গী, তাঁদের কাছে ভোটের প্রচারে অর্থাভাব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই।' (বর্তমান, ৩০ এপ্রিল ২০১৯)। ভোট মানেই যেখানে টাকার স্রোত, টাকা দিয়ে দল ভারি করা, পোস্টার মেরে দিলে টাকা, মিছিলে গেলে টাকা, মন্ত্রী-এমপি-এমএলএদের শত কোটি এমনকী হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত সম্পত্তি, সেখানে ভোট ময়দানে লড়তে এসে, মানুষের কাছে হাত পেতে টাকা সংগ্রহ করে ভোটের যাবতীয় খরচ মেটাচ্ছেন— এঁরা কারা? এঁদের পরিচয় জানেন এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ— এঁরা সকলেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষে লোকসভা ভোটের প্রার্থী। দিন আনা দিন খাওয়া নিরুপায় দরিদ্র থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে সর্বদা সোচ্চার যে এঁরাই।

খবরের কাগজ কিংবা টেলিভিশন চ্যানেলের চোখে এঁরা 'অন্যরকম প্রার্থী'। যেমন ৪ মে, ২৪ ঘন্টা চ্যানেল দেখিয়েছে অন্য দলগুলির তথাকথিত গ্ল্যামার আর টাকার জোরের পাশে যাদবপুরে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর প্রার্থী দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জীর একমাত্র সম্বল আদর্শ। সেটাই আকর্ষণ করছে বিরাট সংখ্যার মানুষকে। এই প্রসঙ্গে বারবার উঠে আসছে প্রয়াত নেতা শ্রদ্ধেয় সুবোধ ব্যানার্জীর কথা। উঠে আসছে তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রসঙ্গ। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মৎস্যজীবী ও কৃষক আন্দোলনের নেতা জয়কৃষ্ণ হালদার। মনোনয়ন পেশ করতে গেছেন, অবাক সমস্ত আধিকারিকরা। প্রায় কপর্দকশূন্য একজন মানুষ, দিনের পর দিন নিজের জন্য কিছুই না ভেবে জনগণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন কী করে? বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হয়েও উত্তর কলকাতার প্রার্থী ডাক্তার বিজ্ঞান বেরা কেন বেশিরভাগ সময়টা ব্যয় করেন দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে! বস্তুত, সেই উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন —রাজ্যের ৪২টা কেন্দ্রে শুধু নয়, দেশের ১১৯টি কেন্দ্রেই এমন প্রার্থীর দেখা পাওয়া গেছে। সাধারণ মানুষ এঁদের চেনেন, জানেন, তাঁরা বলেন এটাই তো এস ইউ সি আই (সি)।

বিস্মিত হচ্ছেন সাংবাদিকরা। কারণ তাঁরা বেশ ভাল জানেন, ভোট মানে টাকার মোচ্ছব। এই ২০১৯ সালে আমেরিকার মুদ্রা ডলারের নিরিখে টাকার দাম যতই তলানিতে ঠেকুক না কেন, ডলারের দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্যে যত খরচ হয়েছিল তাকে ছাপিয়ে গেছে ভারতের সপ্তদশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি
প্রতিবাদী বিক্ষোভে পুলিশি অত্যাচার

তেলেঙ্গানার ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট বিপর্যয় ইতিমধ্যেই তরতাজা ২৪টি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ২ মে হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির হায়দরাবাদ শাখার সভাপতি অধ্যাপক পি এল বিশ্বেশ্বর রাও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায় বিচারের দাবি তোলেন। কমিটির মতে, রাজ্যের ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন (একাদশ-দ্বাদশ) বোর্ড কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতিতেই ছাত্রদের এই মর্মান্তিক পরিণামের শিকার হতে হচ্ছে।

২৫ এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল রেজাল্ট। আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যায় তাতে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি। ছাত্ররা হতবাক হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপের নমুনা দেখে। প্রকাশিত তালিকায় শত শত ছাত্রকে অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে। অথচ, যাদের 'অনুপস্থিত' বলা হয়েছে বাস্তবে তারা প্রত্যেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। শুধু এই নয়, ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র, দশম শ্রেণির পরীক্ষায় যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল তাকে তেলুগু বিষয়ে শূন্য দেওয়া হয়েছে, যা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

চারের পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদে গ্লোবারেনা ইনস্টিটিউটের সামনে ডিএসও কর্মীকে টেনে-হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

বহুজাতিকের চুক্তিচাষে সর্বনাশ চাষির

আপাতত গুজরাটের আলু চাষিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি থেকে পিছিয়ে গেল পেপসিকো। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্য বুঝিয়ে দিয়ে গেল বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে চুক্তি চাষে চাষির সামনে কতবড় বিপদ ওত পেতে আছে।

এপ্রিলে গুজরাটের ৪ জন চাষি বহুজাতিক মার্কিন কোম্পানি পেপসিকোর ভারতীয় শাখার কাছ থেকে ১.০৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের নোটিশ পান। পরবর্তীকালে আরও ১১ জন চাষির বিরুদ্ধেও মামলা করে পেপসিকো। তাঁদের অপরাধ কী? তাঁরা নাকি এফএল ২০২৭ (বাণিজ্যিক নাম এফসি-৫) জাতের আলুর চাষ করেছেন নিজেদের জমিতে। কোম্পানির বক্তব্য, এই জাতের আলু পেপসিকো কোম্পানির 'লেজ' নামক চিপসের জন্য সংরক্ষিত। এর জন্য আইনের জোরে পেপসিকো চাষিদের আদালতে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন চাষিরা। ভোটের মুখে চাষিদের এই ক্ষোভ অগ্রাহ্য করতে পারেনি গুজরাটের বিজেপি সরকার। পেপসিকোর পাশ থেকে আপাতত সরে দাঁড়াতে হয়েছে তাদের। দেশ জোড়া প্রতিবাদের আশঙ্কায় পেপসিকোও আপাতত মামলা থেকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, যদিও চাষিদের বিপদ কেটে গেছে, এ কথা বলা যায় না।

অভিযুক্ত চাষিদের মধ্যে ১১ জনের সাথে পেপসিকোর চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল, কোম্পানি এই জাতের আলুবীজ তাদের দেবে এবং ৪৫ মিলিমিটারের থেকে বড় আলুগুলি কিনে নেবে। এখন পেপসিকোর আব্দার, এর থেকে ছোট আলুগুলি যা তারা কেনেনি, চাষিরা সেগুলি আলাদা বিক্রি করতে বা বীজ হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবে না। যে ৪ জনের বিরুদ্ধে পেপসিকো কোটি টাকার বেশি মামলা করেছিল, তাঁরা পরিচিত চাষিদের থেকে বীজ এনে আলু চাষ করেছিলেন। পেপসিকোর সাথে তাঁদের কোনও চুক্তিই ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের হাত ধরে চালু হওয়া উদারীকরণ-বিশ্বায়নের নীতি মেনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি সরকার ২০০১ সালে যে আইন করে গেছে, তার বলেই পেপসিকো এখন বলতে পারছে ওই জাতের আলুর উপর কেবলমাত্র তাদেরই অধিকার থাকবে। চাষি যেখান থেকেই ওই বীজ পাক না কেন, পেপসিকোকে রয়্যালটি দিয়ে তবে চাষ করা যাবে। আবার যাদের চুক্তিও আছে তারা শুধু পেপসিকোকেই আলু বেচতে পারবে। আলুর সাইজ বা অন্য কোনও কারণে কোম্পানির তা পছন্দ না হলে তারা তা কিনবে না। কিন্তু তাই বলে চাষিও এই আলু বিক্রি বা সংরক্ষণ করতে পারবে না। চাষির যত লোকসানই হোক, আইন এমন যে, কোম্পানির পছন্দমতো আলু না ফলাতে পারলে চাষিকে পেপসিকোর কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষিরা যখন দামের অভাবে বারবার মার খান সেই পরিস্থিতির সুযোগে কিছু সংবাদপত্র তাঁদের পরামর্শ দিয়ে থাকে, পেপসিকোর মতো কোম্পানিগুলির সাথে চুক্তিচাষে যাওয়ার। গুজরাটের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে কী মারাত্মক বিপদের মধ্যে যাওয়ার পরামর্শ তারা চাষিকে দেয়। কিছুদিন কিছু চাষির এতে অবশ্যই লাভ হবে। না হলে পেপসিকো তার শিকার ধরবেই বা কেমন করে? কিন্তু তারপর কোনও কারণে আলুর ক্ষতি হলেই চাষিকে এমন বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার নামই হল বহুজাতিকের সাথে চুক্তিচাষ।

গুজরাটের চাষিরা সাময়িক রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু এই সর্বনাশা চুক্তিচাষের ব্যবস্থা রুখে দিতে না পারলে, চাষে বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশাধিকার রুখতে না পারলে এই বিপদ যে কোনও সময় যে কোনও রাজ্যেই কৃষককে সর্বস্বান্ত করে দেবে।

এভাবেও ভোটে লড়া যায়!

একের পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের প্রকাশ্য ব্যয়। 'প্রকাশ্য' কথাটা বলা দরকার, কারণ দেশের প্রায় সকলেই জানে পর্দার পিছনের খরচটাই আসল।

এই বছর ভারতের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি, কংগ্রেস সহ বড় বড় দলগুলি, ডলারের হিসাবে যা দাঁড়ায় ৭০০ কোটি। যেখানে বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খরচ হয়েছিল ৬৫০ কোটি ডলার। কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস নামে একটি মার্কিন সমীক্ষা সংস্থা গবেষণা করে দেখিয়েছে, ভারতে মাথাপিছু গড় আয় যেখানে ২০০ টাকারও কম, সেখানে ভোটের জন্য ব্যয় মাথাপিছু গড়ে ৫৬০ টাকা। সমীক্ষকদের হিসাবে ২৩ মে নির্বাচন শেষ হতে হতে এই খরচ ছাড়িয়ে যাবে ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বৈধ ব্যয়। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস, সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের মতো কিছু সংস্থার করা সমীক্ষা দেখাচ্ছে এই টাকা আসলে গোপন ব্যয়ের সাড়ে তিন শতাংশ মাত্র। খুব রক্ষণশীল হিসাবেও পিছনের দরজা দিয়ে একা বিজেপির খরচ ২ লক্ষ কোটি টাকার কম নয়। বাকি দলগুলিও কিছু কম যাবে না (মানি কন্ট্রোল ডট কম, ২ এপ্রিল, ২০১৯)।

প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি, তাঁদের ছোটবড় নেতারা অসংখ্য প্লেন-হেলিকপ্টারে ছুটে বেড়াচ্ছেন। কংগ্রেস সভাপতি কিংবা সদ্য নেতৃত্বের তকমা পাওয়া প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও কম যাচ্ছেন না। এত বিমান-হেলিকপ্টারের বিপুল টাকা জোগাচ্ছে কারা? এর মধ্যেই নির্বাচন সামলানোর জন্য দিল্লিতে বিজেপির নতুন অফিস তৈরি হয়েছে। তাতে খরচ নাকি ৭০০ কোটি টাকা বলে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। বিজেপিও নীরব থেকে সে কথার সত্যতা মেনে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন যেখানে লোকসভা আসন পিছু ৭০ লক্ষ টাকা খরচ বেঁধে দিয়েছে, সেখানে মোদিজির বেনারসের একটা সভার জন্যই খরচ হয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।

কলকাতার ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক সভার পর কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সভা ভরাতে শুধু বাস-ট্রেন নয়, বিরিয়ানি থেকে ঢালাও মদের বোতল— সব ব্যবস্থাই ছিল। বলাই বাহুল্য, ছিল মাথা পিছু টাকার টোপও। প্রধানমন্ত্রী বা সর্বভারতীয় সভাপতি স্তরের নেতাদের সভা ভরাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে লোক আনার জন্য এইরকমই বিপুল খরচ করে চলেছে বিজেপি। কংগ্রেস-তৃণমূলও এই বাবদ খরচ করছে কোটি কোটি টাকা। সভায় গেলে যে টাকা দেওয়া হয়, তা এখন গোপন কিছু নয়। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার খাম্মামে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির (টিআরএস) এক নির্বাচনী সভার বাইরের রাস্তায় শতাধিক মহিলা-পুরুষ ধর্নায় বসেছিলেন। কারণ মিটিংয়ে আসার জন্য যত টাকার প্রতিশ্রুতি ছিল, স্থানীয় নেতারা তার থেকে কম দিচ্ছিলেন (ইন্ডিয়া টুডে, ৫ এপ্রিল ২০১৯)। পরিস্থিতি এমন যে, মানুষ হিসাব করে, কোন দলের টাকা খরচের ক্ষমতা বেশি— সেই জিতবে। সরাসরি টাকা দিয়ে ভোট কেনা, মদের বোতল দিয়ে ভোট কেনা, টিভি, ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন বিলি, এসব তো জলভাত হয়ে গেছে। এমনকী মিছিলে যুবকদের আনার জন্য ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে মোটরবাইক বিলি করেছে বিজেপি। কংগ্রেস, তৃণমূল ইত্যাদি দলও, যার যেখানে শক্তি একই কাজ করে চলেছে।

এই বিপুল পরিমাণ টাকা আসে কোথা থেকে? দেশের কোটি কোটি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তো আর এই টাকা জোগান না। এ টাকা জোগায় দেশের মালিক শ্রেণি। নানা রঙের দলের পিছনে তারা টাকা ঢালে। যাতে প্রয়োজনের সময় সুদে-আসলে তা উসুল করে নিতে পারে। বিজেপি সরকার চালু করেছে 'নির্বাচনী বন্ড'। যে কেউ ১ হাজার থেকে ১ কোটি টাকার বন্ড কিনে রাজনৈতিক দলকে দিতে পারে। তাদের নাম গোপন থাকবে। দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সালে যে ২ হাজার কোটি টাকার বন্ড বিক্রি হয়েছে, তার ৯০ শতাংশই এক কোটি টাকা মূল্যের। বোঝাই যায়, কোনও সাধারণ মানুষ নয়, কিনেছে বড় বড় শিল্পপতি গোষ্ঠী। যার অধিকাংশটাই পেয়েছে বিজেপি, দ্বিতীয় স্থানে আছে কংগ্রেস (ব্লুমবার্গ ডট কম ১৬ মার্চ ২০১৯)। সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি এই সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশন অর্থদাতাদের নাম প্রকাশ্যে আনার জন্য সওয়াল করলেও কেন্দ্রীয় সরকার দাতাদের নাম প্রকাশ না করতে বদ্ধপরিকর। কেন আপত্তি? কারণ ধনকুবের কর্পোরেট সংস্থাগুলি ক্ষমতাসীন দলের কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায় করার জন্যই টাকা ঢালে। নাম প্রকাশ্যে এলে জনসাধারণ জানতে পারবে কোন কোন ধনকুবেরকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে পকেট ভরিয়েছে শাসকদল। এবারের ভোটে সবচেয়ে বেশি বিদেশি অনুদান নিয়ে স্বদেশিয়ানার চ্যাম্পিয়ন সেজেছে বিজেপি। আইন এমনভাবে পাল্টানো হয়েছে যাতে যে কোনও বিদেশি সংস্থা কিছু ভারতীয় অংশীদারকে দেখাতে পারলেই অক্লেশে এ দেশের ভোটে টাকা ঢালতে পারে। কেন তারা টাকা ঢালতে এত আগ্রহী, সে কথা কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

লিখিতভাবে ২ হাজার কোটি টাকা মোট অনুদান নিয়ে প্রায় ৯ লক্ষ কোটির বেশি খরচ করছে কী করে দলগুলি? এ প্রশ্নের উত্তরও ভারতের জনগণ জানেন। কালো টাকার থলিই আজ তথাকথিত গণতন্ত্রের আসল নির্ণায়ক। তার জোরেই মানি-মাসল-মিডিয়া এই তিন শক্তিকে কেনে ভোটবাজ দলগুলি। তার জোরেই হয় ভোটের প্রহসন। সাধারণ মানুষের কণ্ঠ তাতে চাপা পড়ে যায়। আর ভোটে যারাই জিতুক মালিকদের স্বার্থে তারা জনসাধারণকে শোষণ করে ছিবড়ে করে দেয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা দুর্বল দেশেও লুঠের কারবার চালানোর সুযোগ পায়। তাই পছন্দের দলকে জেতাতে টাকার থলি উজাড় করে দিতে পুঁজিমালিকদের কোনও কার্পণ্য নেই।

এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা যখন ঘোষণা করেন, আমাদের সম্বল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মতো মহান আদর্শ— মানুষ প্রথমটা অবাক হয় রাজনীতির জগতে আজও আদর্শকেই পাথেয় করে চলার মানুষ তাহলে আছে! তারপর ঘরের দাওয়ায় আসনটা পেতে দেয় রোদে পোড়া সেইসব ঘর্মাক্ত যোদ্ধাদের জন্য। জনগণ নাড়ি দিয়ে বোঝে, এখানেই আছে তার আসল ভরসা। তাই ঘরে যা জোটে তাই খেতে দেয় এই মানুষগুলিকে, নিজের জমানো ক'টা টাকা উজাড় করে দিয়ে বলে জেতো হারো পরের কথা— লড়াই ছেড়ো না তোমরা। সারা দেশে একই অভিজ্ঞতা এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের। মানুষের এই সমর্থনের মধ্য দিয়েই তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের গণআন্দোলনের জমি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ কর্মী এবং বাদেহুগলি এলাকার লাঙ্গলবেড়িয়া পঞ্চায়েতের দু'বারের বিজয়ী সদস্য কমরেড এলাহি বক্স গাজি ২ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এলাকার মানুষের অত্যন্ত প্রিয় এলাহি বক্স তাঁর প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য কংগ্রেস আমলে এবং বামফ্রন্ট আমলে বার বার আক্রান্ত হন। কিন্তু তাতে ভীত না হয়ে তিনি দৃঢ় মনে দলের কাজ চালিয়ে গেছেন।

২৬ এপ্রিল এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সত্যজিৎ চক্রবর্তী, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ও সোনারপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দিবাকর হালদার। সভাপতিত্ব করেন সোনারপুর অঞ্চলে দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড মিহির রায়। অন্য দলভুক্ত হলেও পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনোয়ার আখন্দ স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড এলাহি বক্স গাজি লাল সেলাম

বেহালা পশ্চিমের গড়াগাছা অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড নেপাল সামন্ত ১৮ এপ্রিল দীর্ঘ রোগভোগের পর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

কমরেড নেপাল সামন্ত আশির দশকে দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বাজার সংলগ্ন রাস্তায় বসে চাল বিক্রি করতেন। বাজারের সহকর্মী বিক্রেতা ও ক্রেতাদের সাথে দলের রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, তাঁদের পার্টির কাগজপত্র দিতেন এবং দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। চাল বিক্রির সূত্রেই এলাকার বহু পেশার মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে তিনি সাহসী ভূমিকা নিতেন। রাস্তায় বসে যাঁরা হকারি করেন, তাঁদের অনিশ্চিত জীবিকার কারণে তাঁরা সাধারণত শাসক দলের বিরোধিতা করার সাহস পান না। কিন্তু কমরেড সামন্ত বিগত সিপিএম শাসনে এবং বর্তমান তৃণমূল শাসনে কখনওই রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের কর্মীরা তাঁর বাসভবনে যান। মরদেহে মাল্যার্পণ করেন বেহালা পশ্চিম অঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড অসীম রায়। ৫ মে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড নেপাল সামন্ত লাল সেলাম

মহান মে দিবসে লেনিনের আহ্বান

(১৯০৪ সালে মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে কমরেড লেনিনের লেখা প্রচারপত্র)

সংগ্রামী শ্রমজীবী বন্ধুগণ,

মহান মে দিবস আসন্ন। এই দিনে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের শ্রেণিসচেতন অভ্যুত্থান উদযাপন করেন। মানুষের উপর মানুষের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অবমাননা থেকে কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের জন্য তাঁরা নিজেদের আরও সংহত করার শপথ নেন। এই সংগ্রামে দু'টি জগৎ পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে— পুঁজিপতি শ্রেণির জগৎ আর শ্রমিক শ্রেণির জগৎ। একটিতে আছে শোষণ আর গোলামি, আরেকটিতে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং স্বাধীনতা। একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনকুবের রক্তশোষক। তারা কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, জমি, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি দখল করে বসে আছে। সরকার এবং সেনাবাহিনীকে তারা নিজেদের গোলাম বানিয়েছে। এরা হল তাদের লুঠ করা সম্পদের পাহারাদার।

অন্যদিকে রয়েছে কোটি কোটি অসহায় মানুষ, যাদের দুটো পয়সার জন্য মালিকের কাছে কাজ ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় নেই। তারাই শ্রম দিয়ে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করে। অথচ সারাজীবন একটু রুটির জন্য তাদের হা-পিত্যেশ করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনির পর গ্রামের প্রান্তে অথবা শহরের বস্তিতে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় তাদের।

কিন্তু এখন সেই নিপীড়িত মানুষেরা ধনকুবের শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ শ্রমকে মজুরি-দাসত্ব থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। তারা লড়ছে অভাব, দারিদ্রের বিরুদ্ধে। তারা এমন একটা সমাজব্যবস্থার জন্য লড়ছে যেখানে শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের পরিবর্তে শ্রমিকদের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, জমি, ধনসম্পদকে তারা সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করতে চাইছে। তারা চাইছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর হোক, শ্রমের ফসল শ্রমজীবীরাই পাক। তারা চাইছে মানুষের মননশক্তির সমস্ত অগ্রগতি, সমস্ত সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে গোটা সভ্যতা আরও উন্নত হোক, একজনও যেন অবদমিত না থাকে।

এই মহান সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সারা বিশ্বেই শ্রমজীবী মানুষকে অপরিসীম আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। বাঁচার ন্যূনতম অধিকার এবং যথার্থ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্তের নদী বওয়াতে হয়েছে তাদের। শ্রমিকশ্রেণির হয়ে যারা লড়ছে, তাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ভাবে খড়্গহস্ত হচ্ছে সরকার। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন আরও শক্তিশালী এবং তীব্রতর হচ্ছে। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দলগুলিতে আরও বেশি বেশি মানুষ সংগঠিত হচ্ছে। তাদের সমর্থকেরা লাখে লাখে রাস্তায় নামছে। পুঁজিবাদী শোষণের দিন শেষ করতে ক্রমাগত তারা এগোচ্ছে।

রাশিয়ার সর্বহারাও এক নতুন জীবনবোধের দিকে এগোচ্ছে। এরাও সেই মহান সংগ্রামে সামিল হচ্ছে। সে-সব দিন চলে গেছে যখন এখানকার শ্রমিকেরা মুখ বুজে দাসত্ব করত, শৃঙ্খল ভাঙতে পারত না, এমনকী অন্ধকারময় জীবনে কোনও আশার আলো দেখতে পেত না। সমাজতন্ত্র তাদের দেখিয়েছে মুক্তির পথ। তারা হাজারে হাজারে এসে ধ্রুবতারা-সম লাল পতাকার তলায় সমবেত হচ্ছে। একের পর এক ধর্মঘট প্রমাণ করছে তাদের সংঘবদ্ধতার শক্তি। তাদের শেখাচ্ছে কী ভাবে রুখে দাঁড়াতে হয়।

শ্রমিকেরা হাতে-কলমে প্রমাণ পাচ্ছে যে, তাদের শ্রমের ফল চুরি করেই ধনিকশ্রেণি এবং তাদের সরকারগুলি লাটসাহেবি করে। শ্রমিকেরা স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছে। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, জারের স্বৈরাচারী শাসন কী ভয়ঙ্কর। শ্রমিকদের প্রয়োজন মুক্তির, অথচ জার তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখছে। শ্রমিকদের প্রয়োজন একত্রিত হওয়ার, সংগঠন গড়ে তোলার, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার। অথচ জারের সরকার তাদের এক হতে দিচ্ছে না, জেলে পুরছে, গুলি করছে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' বললেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়ার সমস্ত রাস্তাঘাটে, শ্রমিক সভায় এই স্লোগানই শোনা যাচ্ছে। গত গ্রীষ্মেও দক্ষিণ রাশিয়ার হাজার হাজার শ্রমিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে নেমেছে। শ্রমিক শ্রেণির এই অদম্য শক্তি সরকার এবং শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জারের সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু শ্রমিক শহিদ হয়েছেন।

কিন্তু শ্রমিক-সংহতিকে পরাস্ত করতে পারে এমন কোনও শক্তি বিশ্বে নেই। শাসকশ্রেণি এবং তার সরকার টিকে থাকতে পারে শ্রমিকের শ্রমের ফলেই। তাই বিশ্বের কোনও শক্তিই ক্রমাগত শ্রেণিসচেতন হয়ে ওঠা শ্রমিকের ঐক্যকে পরাভূত করতে পারবে না। শ্রমিকশ্রেণির প্রত্যেকটি পরাজয় বহু সংগ্রামী যোদ্ধার জন্ম দেয় এবং নতুন উদ্দীপনায় সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বৃহত্তর জনতাকেও উদ্বুদ্ধ করে।

রাশিয়া বর্তমানে যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে মেহনতি জনতার এই জাগরণ আরও ব্যাপক ও দ্রুততর হবে। সমস্ত অংশের সর্বহারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়তর সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। এই যুদ্ধ সর্বহারা শ্রেণির সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশকেও রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও সমস্যাগুলির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। স্বৈরতান্ত্রিক আইন, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার নিষ্ঠুর যোগসাজশ যা রাশিয়ার উপর শাসন কায়েম করে রেখেছে, তা যে পচে গলে গেছে, এই যুদ্ধ তা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষ অভাব ও অনাহারে মরছে, তা সত্ত্বেও তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশের মাটিতে এক ধ্বংসাত্মক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যুদ্ধের ময়দানে। আমাদের দেশের মানুষ রাজনৈতিক দাসত্বে পদদলিত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তাদের যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্য দেশের মানুষকে দাসত্বে বেঁধে ফেলার জন্য। আমাদের দেশের মানুষ দেশের মাটিতে রাজনৈতিক বিধানের পরিবর্তন চাইছে, অথচ পৃথিবীর অন্য প্রান্তের বন্দুকের আওয়াজের দিকে তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তরুণ মানবসম্পদের নির্মম লুটপাট করতে গিয়ে, তাদের প্রশান্ত সাগরের তীরে মরতে পাঠিয়ে জার সরকার জুয়ার দান প্রায় হারতে বসেছে। প্রতিটি যুদ্ধই জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি করে, আর সংস্কৃতিসম্পন্ন ও স্বাধীন জাপানের বিরুদ্ধে এই কঠিন লড়াই তো রাশিয়ার মানুষের উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টিকারী। এই চাপ এমন একটা সময়ে তৈরি হয়েছে যখন জেগে ওঠা সর্বহারার আঘাতের ধাক্কায় পুলিশি স্বেচ্ছাচারের কাঠামো ইতিমধ্যেই টলমল করতে শুরু করেছে। যুদ্ধ এই সরকারের সমস্ত দুর্বলতাগুলিকে নগ্ন করে দিচ্ছে, যুদ্ধ সমস্ত ছদ্মবেশকে টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছে, ব্যবস্থার ভেতরকার পচে যাওয়া সমস্ত ক্ষতগুলির মুখ খুলে দিচ্ছে এই যুদ্ধ, এই যুদ্ধ জারের স্বৈরাচারী শাসনের টিকে থাকার অযৌক্তিকতাকে সকলের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরছে জীর্ণ রাশিয়ার মৃত্যু-যন্ত্রণা— যে রাশিয়ায় মানুষের ভোটাধিকার নেই, যে রাশিয়ায় মানুষকে দমিয়ে রাখার জন্য অজ্ঞ বানানো হয়েছে, যে রাশিয়া আজও নিপীড়ক সরকারের কাছে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা।

এই জীর্ণ রাশিয়া মরতে বসেছে। তার জায়গা নিতে তৈরি হচ্ছে এক নতুন রাশিয়া। জারের স্বৈরাচারকে রক্ষা করে চলত যেসব অপশক্তি, সেগুলি আজ তলিয়ে যাচ্ছে। শুধু শ্রেণি সচেতন সংগঠিত সর্বহারাই তাদের প্রতি মৃত্যু-আঘাত হানতে পারে। শুধু শ্রেণি সচেতন সংগঠিত সর্বহারাই পারে জনগণের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে। জনগণকে প্রতারিত করে, অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের পুঁজিপতি শ্রেণির হাতের পুতুলে পরিণত করার যে কোনও অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র শ্রেণি সচেতন সংগঠিত সর্বহারা।

কমরেডস, আসুন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসন্ন চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি গড়ে তুলি। সমস্ত অংশের... সর্বহারা দৃঢ়তর ঐক্যে আবদ্ধ হন। তাদের কথা ছড়িয়ে পড়ুক দূর দূরান্তে মাঠে প্রান্তরে। শ্রমিকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনগুলি বলিষ্ঠতর হোক। মে দিবসের এই উদযাপন আরও হাজার হাজার নতুন যোদ্ধাকে আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করুক এবং সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ও পুঁজির জোয়ালে আটকে থাকা মেহনতি জনতার মুক্তি অর্জনের মহান সংগ্রামে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাক।

আট ঘন্টার শ্রমদিবস দীর্ঘজীবী হোক।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭১/৩৮ সংখ্যায় আসামের বরপেটা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ চিত্রলেখা দাসের পরিবর্তে ভুলক্রমে হুসনেজাহা বেগম-এর নাম লেখা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

ঐতিহাসিক মে দিবসে দেশ জুড়ে সংগ্রামের শপথ

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ও মহান নেতার ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা।

উত্তরাখণ্ডের শ্রীনগরে মে দিবস উপলক্ষে সভা

ওড়িশায় দল ও শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে মে দিবস উদযাপিত হয়। ছবিতে সম্বলপুর জেলার বামরায় অনুষ্ঠিত সভা

ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে পার্টি অফিসগুলিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর পিন-ফ্ল্যাগ পরিধান কর্মসূচি পালিত হয়। বিকালে আগরতলার বটতলায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক।

(আরও ছবি চারের পাতায়)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ওড়িশায় ত্রাণশিবির

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ওড়িশার পুরী-ভুবনেশ্বর-কটক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এসইউসিআই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের পরেই দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা রান্না করা খাবার, পানীয় জল, ওষুধ এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। (ছবিতে) কটকের কাছে এমনই একটি ত্রাণশিবির।

কমরেড রণজিৎ ধরের অবস্থা সংকটজনক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর (৮৯) বহুদিন ধরেই ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনির ক্রনিক অসুখ, হৃদরোগ ইত্যাদিতে ভুগছিলেন। মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের অপারেশনও হয়েছিল।

সম্প্রতি মূত্রের সাথে রক্তক্ষরণ, ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা, মস্তিষ্কে একাধিক স্ট্রোক ও সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি টিম তাঁর চিকিৎসা করে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কমরেড রণজিৎ ধরের স্মৃতিভ্রংশের সমস্যা আরও বেড়ে যায়, কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, চলাফেরা ও আচরণে ভারসাম্যের গুরুতর অভাব দেখা দেয়। চিকিৎসকরা তাঁর রোগকে বয়সজনিত স্মৃতিভ্রংশ ও আচরণগত অস্বাভাবিকতা বলে চিহ্নিত করেন ও বাড়িতে রেখেই তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে।

২৪ এপ্রিল কমরেড রণজিৎ ধরের শ্বাসকষ্ট, মূত্রের সঙ্গে রক্তক্ষরণ ও ঝিমানো ভাব দেখা দেয়। তাঁকে আবার ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি মূত্রনালীর সমস্যা ও হৃদরোগে ভুগছেন। ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে চিকিৎসক টিম তাঁর চিকিৎসা করছেন। সমস্তপ্রকার ওষুধ দেওয়ার পরেও তাঁর মূত্রনালীর সমস্যা লাঘব হয়নি। যে জন্য ২ মে তাঁর হেমো ডায়ালিসিস করা হয়। কমরেড রণজিৎ ধরের অবস্থা সংকটজনকই রয়েছে।

ঐতিহাসিক মে দিবসে সংগ্রামের শপথ

কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের সামনে

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে মে দিবস পালন। আলোচনা করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড এ এল গুপ্তা

ডিএসও-র বিক্ষোভে পুলিশি অত্যাচার

একের পাতার পর

বোর্ড কর্তৃপক্ষ ‘গ্লোবারেনা টেকনোলজিস’ নামে এক কোম্পানিকে রেজাল্ট তৈরি ও ট্যাবুলেশনের দায়িত্ব দিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, মোট ৯.৭৪ লক্ষ ছাত্রের মধ্যে ৩.২৮ লক্ষ ছাত্রই ফেল করেছে। এ হেন রেজাল্ট বিপর্যয়ের পরিণামে ২৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকেরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। এই ক্ষমাহীন অবহেলাকে ধিক্কার জানাচ্ছে সকলে। সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ২৯ এপ্রিল ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডিএসও-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ-আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। তারা দাবি করেছে, আত্মঘাতী প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবককে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং ভাড়াটে সংস্থাকে দিয়ে খাতা দেখানো বন্ধ করতে হবে এবং রেজাল্ট বিপর্যয়ে দোষীদের যথপোযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে বলা হয়েছে, যেভাবে নানা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভুঁইফোড় ভাড়াটে সংস্থাকে দিয়ে ছাত্রদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে এই ভয়ঙ্কর পরিণাম বারবার ঘটবেই।

যারা বলেন, বেসরকারিকরণ করা হলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে, তারা এই এতগুলি ছাত্রের মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করবেন? এটা কি নিছক কোনও একটি সংস্থার কয়েকজন ব্যক্তির গাফিলতি? তলিয়ে দেখলে সকলেই বুঝবে, আসলে এ হল শিক্ষা সম্পর্কে শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য পরিণাম।

‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’ বইটি লক্ষ লক্ষ শোষিত নিপীড়িত মানুষকে সঠিক দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। কাজের ফাঁকে বইটিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন এক দোকানদার।

বিকাশ ভবনে ডিএসও-র বিক্ষোভ

স্কুলে টানা দু’মাস অযৌক্তিক ছুটি ঘোষণার প্রতিবাদে ৬ মে এ আই ডিএসও বিধান নগরের বিকাশ ভবনে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

বারাসাত কেন্দ্রে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com